ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেল মালিন্দ এয়ার

করোনার কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকায় ফের ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে মালয়েশিয়া ভিত্তিক এয়ারলাইন্স মালিন্দ এয়ার। আজ শনিবার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত ১ জুলাই ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বেবিচকের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দেয় মালিন্দ এয়ার।

এর আগে শুক্রবার তাদের আবেদন মঞ্জুর করে সপ্তাহে দু’টি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেয় বেবিচক। তবে সপ্তাহের কোন দু’দিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি এয়ারলাইন্সটির বাংলাদেশ অফিস।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান

সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে

নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

১৯ জেলায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস

দেশের ১৯ জেলায় দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। একইসঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণও হতে পারে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় বিরাজ করছে। তাই সাগরে কোনো ঝড়ের শঙ্কা নেই।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেমের পূর্বাংশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

এ অবস্থায় রোববার (৫ জুলাই) নাগাদ রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এসময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। তবে ঢাকার তাপমাত্রা ও বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ দু’টো বেশি থাকার কারণে গরম কমছে না। গত ২৪ ঘণ্টা রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। আর শনিবার সকালে বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ।

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার

আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

নাটুদাহ চন্দ্রবাসে জমি নিয়ে মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

জীবননগরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ঘরে আগুন, থানাই অভিযোগ

দীর্ঘদীন যাবত পরস্ত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রাতে আঁধারে চার সন্তানের জনকের ঐ পরস্ত্রীর ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা ৬নং রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামে। গত ২শরা জুলাই এ ঘটনা ঘটে বলে জানাযায় ।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামের মুনতাজ হোসেনের ছেলে চার সন্তানের জনক ভুট্রো (৫০) মিয়ার কু- দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের স্কুলপাড়াই বসবাসকারী সোহেল রানার স্ত্রী অন্তরা খাতুনের দিকে । তারপর থেকে অন্তরা খাতুনকে ভুট্রো মিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব দিতে থাকে ।

ভুট্রোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২রা জুলাই রাতে ম্বামী সোহেল রানা বাড়িতে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পেরে লম্পট ভট্রো রাতে আঁধারে ঘরের জানালা দিয়ে পাটকাটিতে করে আগুন ধরিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারে এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা অন্তারা খাতুন এবং তার সাথে থাকা তারিই ভাসুরের মেয়ে বিষয়টি টের পেয়ে সাথে সাথে প্রাণ বাঁচাতে কোন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পরে বাড়ির সকলে এবং পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা গরু বিক্রির নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছায় হয়ে যায় বলে এমনটি জানান

ভুক্তভোগী পরিবার এবং ঐ সময় উপস্থিত ঐ মহল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসেমের ছেলে রিদয় এবং মৃত সৈয়দ সরকারের ছেলে হাসান আলী সরকার। অন্তরা খাতুন জানান আমার স্বামী বাহিরে চাকুরি করে তাই আমি আমার শশুর বাড়িতেই একাই বসবাসকরি।

আমার স্বামী বাড়িতে না থাকাই সুযোগ বুঝে লম্পট ভুট্রো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এমনকি বলতো আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে ও মান সম্মানের ভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকেই জানাতে পারিনি। শেষমেশ সে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই প্লান করেন।

এদিকে ঘটনাটি ঘটার পরে ভুট্রো এলাকা থেকে শটকে পড়াই এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তরা খাতুন গতকাল সকালে নিজেই জীবননগর থানাই উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনাটি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের বরাবর একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানাযায়।

ঘটনাটি এলাকাই জানাজানি হলে গ্রামের সকলেই উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মূলোক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন একটি স্বপ্নপুরী

এক সময় শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের বিদ্যালয় ছিল একটি আতংকের নাম। ভয়ে ভয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেত। শিক্ষক ক্লাশ রুমে ঢুকলেই ভয়ে তাদের শরীর হিম হয়ে যেত। ঝরে যেত অনেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এখন সময় বদলেছে। আগের সেই ভীতিকর বিদ্যালয় আর নাই। এখন বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে একটি আনন্দের

নাম। বাচ্চাদের মন ও মননে আকর্ষনীয় করে তুলতে রঙিন ঝলমলে করে তোলা হয়েছে একেকটি স্কুল।

এভাবেই রঙিন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। এ যেন শিশুদের জন্য একটা স্বপ্নপুরী। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর রং তুলির আঁচড়ে আহবান জানানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। শ্রেনী কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ফুঁটে উঠেছে শিশুদের মননশীলতার বিকাশে নানান রঙিন অংকন। সবই ছবি কিন্ত শিশুদের জন্য অনেক রঙিন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল আলম জানান, বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দমুখর একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতেই এই ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দ নিয়ে সকাল হলেই স্কুলে আসার জন্য প্রস্তত হয়ে পড়ে।

স্কুলের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, বাচ্চাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বাচ্চারাও আনন্দ নিয়ে স্কুলে আসবে। এখন তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

মিরপুরে কৃষকের কমলা-মালটা- পেঁয়ারা বাগান তছনছ!

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমির কমলা-মালটা ও পেঁয়ারা গাছ কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শুক্রবার (০৩ জুলাই) সকালে জমিতে গিয়ে গাছগুলো কাটা পড়ে থাকতে দেখে ঐ কৃষক।

ঘটনাটি ঘটেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের আশানগর এলাকার কৃষক জিয়াউর রহমানের জমিতে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক জিয়াউর রহমান জানান, আমি ৭-৮ মাস আগে নিজের দেড় বিঘা জমিতে প্রায় এক হাজার গাছের চারা লাগিয়েছিলাম। এর মধ্যে

কমলা লেবু, মালটা এবং পেঁয়ারা গাছের চারা রয়েছে। পেঁয়ারা গাছ গুলোতে ফুল এবং গুটিও এসেছে। আশা ছিলো এবছর শুধু পেঁয়ারাই পাবো প্রায় লাখ টাকার।

তিনি বলেন, সকালে জমিতে লেবার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখি বাগানের ১ হাজার গাছের মধ্যে প্রায় ৬শ গাছ কাটা পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩-৪শ পেঁয়ারা গাছ, ১২০টি কমলা লেবু এবং ৫০ টি মালটা গাছ। এতে আমার প্রায় ৩ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো জানান, ফল চাষ লাভজনক হওয়ায় আমার ছোট ভাই এর পরামর্শে আমি এসব ফলের বাগান করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

গতকাল আমি ১৫ হাজার টাকা বিঘাপ্রতি হিসাবে ২২ বিঘা জমি বর্গা নিয়েছি এসব ফলের বাগার করার জন্য। এজন্যই হয়তো কেউ শত্রুতা করে এমন ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। তবে যেই এমনটি করুক আমি তার বিচার চাই।

এ ঘটনায় মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শন করেছেন।

এ ব্যপারে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, শত্রুতা বসত এ ঘটনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে ঐ কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে তরিকুল ইসলাম (১৭) নামে এক কিশোর খুন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়া পুলিশ ক্লাব সংলগ্ন খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তরিকুল শহরের চর কুঠিপাড়ার কামু আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্য¶দর্শীরা জানান, স্থানীয় যুবকÑকিশোররা প্রতিদিনের মত বিকেলে ওই মাঠে ফুটবল খেলছিল। এ সময় চর থানা পাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে মিনারুল ইসলামের সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তরিকুলের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মিনারুল তার পকেটে থাকা ছুড়ি বের করে তরিকুলের শরীরে উপর্যপুরি আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এতে তরিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, স্থানীয়রা গুরুতর আহত তরিকুলকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। স্থানীয়দের অনেকেই এ ঘটনাকে স্থানীয় কিশোর গ্যাং এর কাজ বলে মন্তব্য করছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি গোলাম মোস্তফা জানান, ঘটনার পর থেকে হত্যাকান্ডের হোতা মিনারুল পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

গাংনীর বামন্দীতে শিশু ধষর্ণকারীর শাস্তির দাবিতে মানব বন্ধন

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ১১ বছরের শিশুকে নানা প্রলোভনে ও ভয় ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে বৃদ্ধ আক্কাস আলী। ধর্ষক আক্কাস আলী আটক হলেও এমন জঘন্য অপরাধের জন্য তার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে মানব বন্ধন করেছে উপজেলার সচেতন জনসাধারণ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবের সামনে এ মানব বন্ধনের আয়োজন করে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। মানব বন্ধনে ধর্ষিতার বাবার সভাপতিত্বে ও জেলা কৃষকলীগ নেতা মশিউর রহমান পলাশের পরিচালনায় ধর্ষকের বিচার দাবিতে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা

মটর শ্রমিক ইউনিয়নের লাইন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী বাজারের প্রতিবাদী মুখ বিপুল জাহিদ, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, ফজলুর রহমান ও সাবেক ছাত্রনেতা মশিউর রহমান প্রমুখ।

মানব বন্ধনে বিপুল জাহিদ নামের এক সমাজসেবক বলেন, আইনজীবিরা যখন একজন ধর্ষকের পক্ষে দারায় তখন আমাদের কষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা এসব জঘণ্য মানুষের পক্ষে কোন আইনজীবি দারাবে না। ধর্ষণের পক্ষে উকালতি না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। কারণ ধর্ষক কখনো ক্ষমা পাওয়ার কথা নয়। তারপরেও একজন বয়স্ক মানুষ কিভাবে একটি কমলমতি শিশুর জীবনকে শেষ করে দেয়। আর এমন অমানুষের পক্ষে কিভাবে জামিনদার হয়ে কোর্টে হাজির হয় আইনজীবি।

মানব বন্ধনে অন্য বক্তারা বলেন, এমন ধর্ষণের ঘটনা যেন গাংনীতে আর না ঘটে তার জন্য প্রয়োজন এই ধষর্কের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি। আর কঠোর শাস্তির মাধ্যমে পুলিশ-প্রশাসনকে সাধারণ মানুষকে জানান দিতে হবে সর্বাঙ্গে মানুষের নিরাপত্তা। পুলিশ-প্রশাসন সব সময়ে মানুষের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এটা প্রমাণে এসব ধর্ষকদের দ্রুত আইনে বিচার করতে হবে । যাতে করে আর কোন মানুষ এমন ন্যাক্কার জনক ঘটনা না ঘটনাতে পারে।